শান্তির ললিত বাণী

নাজমা মোস্তফা

“আস্‌সালামু আলাইকুম”। আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুক। “ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম”। জবাবে আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। এই যে একের জন্য অপরের দোয়া তা সত্যিই তুলনাহীন এক ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি যা বিশ্ব মানবতার দাবীদার শ্রেষ্ঠ ধর্মের এক সহজ সরল সম্ভাষণ সবার প্রতি। ধনী দরিদ্র উচ্চ নিচের এখানে প্রভেদ নেই।

অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা এ ব্যাপারে কাজ করে। অনেকে মনে করেন নিচুরা উঁচুকে সালাম করবে, ছোটরা বড়দের স্যালুট দিবে, কদমবুচি করবে মানে পদধুলি নিয়ে মাথায় ছোয়াবে। এসবই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারণা, মুলতঃ পরাধীনতার প্রশিক্ষণ। মানুষকে মানুষের অধীনস্থ করে রাখার প্রবণতা যা কখনোই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামে স্বীকৃত নয়।

সালামের উপস্থাপনে উঁচু নিচুর প্রতি নজর না নিয়ে সব সময় নজর দেয়া উচিত যিনি আগত অতিথী তাকেই প্রথমে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ শুরু করা উচিত। এটাই সুন্দর ও শোভন এবং এটাই সালামের রীতি। যাবার বেলাও যিনি যাচ্ছেন এ দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়।

অনেক সময় এশিয়া ভিত্তিক টিভিতে ডিশের সংস্পর্শে সম্পর্কীত অনেক চ্যানেলে সব সময়ই দেখা যায়, বাংলাদেশের দু’ এক অনুষ্ঠানেও ইদানিং দেখা গেছে যে উপস্থিত কোন শিল্পী কোন প্রবীণ ওস্তাদের পদধুলি নিচ্ছেন। এসব আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গানের সাথে জড়িত নয় বলে কখনোই এসব অতীতে দেখা যায় নি। তবে ইদানিং হয়তো কেউ কেউ অনুকরণপ্রিয়তার দোষে দুষ্ট হয়ে তাতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন কিন্তু সমাজের সচেতন অংশের এ ধরণের অনুকরণপ্রিয়তা বর্জন করেই চলা উচিত। কারণ এটা একটা হীনমন্য ভাবধারার যোগানদাতা মাত্র, এটাতে উদারতা, মানবিকতা, অবর্তমান।

এ ধরণের প্রবণতা সংকীর্ণতার, পশ্চাৎপদতার. পরাধীনতার লক্ষণমাত্র। মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই, এখানে সবাই সম্ভ্রান্ত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ একে অন্যের জন্যে দোয়া করবে, মঙ্গাল চাইবে এটাই উত্তম। চটিদার বাবুর চটির ধুলা চাকর গোলামরা মাথায় নিত। এটা শোষক সম্প্রদায় সৃষ্ট ধুলা সমাচার ; কৌলিন্যের, মালিন্যের, কুৎসিত, কাপুরুষের বিধান, যা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

আজকের বিষয়টি আলোচনায় আসাতে দুটি গল্প আমার স্মরণে আসছে যার উলেখ না করে পারছি না। গল্প দুটিই আমার খুব কাছে থেকে পাওয়া। সালাম বিষয়ক এ গল্পটি আমার বাবার গল্পই। তখন কিশোরকালে তিনি কৈশোরের কঠিন দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন ঠিক সে সময় পিতৃহীন এ বালককে স্কুল ফেরত বাড়িতে আসলে চাচার কাছে জবাবদিহী হতে হয় যে, কোন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নাকি আমার বাবা সালাম করেন নি এবং সে লোক বাড়ীতে এসে আমার দাদাকে তা অবগত করে যান যে, সাবধান! আপনার ভাতিজা বুঝি বখে যাচ্ছে। আমার বাবা খুবই লজ্জিত হয়ে পড়েন ঘটনার আকস্মিকতায়। তিনি মনেও করতে পারেন না যে, কখন এরকম হলো যে, তিনি ভদ্রলোককে সালাম করেন নি। হয়তো কৈশোরের চপলতায় কোন ক্ষণে এই ত্রুটি হয়ে যেতেও পারে। সেদিনের সে ঘটনা

তাকে আজীবনের জন্য সচেতন করে তোলে এবং সব সময়ই তিনি আগে সালাম দিতে তৎপর ছিলেন। এই যে শিশুকালের শিক্ষা যা তার সমাজ তাকে দিয়েছিল। সেদিন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন সমাজের এক সচেতন বিবেক মাত্র।

তরুণের প্রতি, কিশোরের প্রতি কি প্রচন্ড দ্বায়িত্ববোধ তা ভাবলে আজো ওদের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বৈ কি ? এ সামান্য ঘটনা তখনকার সমাজচিত্রের ইতিবাচক অবদান যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এটা ছিল আমাদের সমাজের ভিত বা শিকড় যা আমরা আজকে ভাবতেও পারি না।

দ্বিতীয় গল্পটি আমার মায়ের কাছে শোনা আমার নানার গল্প। সদ্য সম্পর্কীত আত্মীয়া বেয়ানের জন্য আনা মিষ্টির সাথে একটি এট্যাচি গোছের স্যুটকেস পাঠানো হয় এবং গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় যে খুব সাবধানে এটা বাড়ীর সবাই যেন সমানভাবে ভাগ করে নেন। বস্তুত খুব সাবধানে এবং যত্নের সাথে উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু উপস্থিত সবাই কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠেন কারণ মনে হচ্ছিল এ্যাটাচিটা শূণ্য। তারপর জানতে চাওয়া হলো এটাতে কি? যার জন্য এত সাবধানতার ইঙ্গিত দেয়া হয়। বস্তুত এই রসিকজন তামাসাচ্ছলে রসের মাধ্যমে উপস্থিত সবার আনন্দ দানের সাথে সাথে আজীবনের শিক্ষনীয় উদাহরণ হিসাবে সালামকে উপস্থাপন করেন। সালামের মহাত্ম্য বুঝিয়ে দেন যে এর ভেতরে সালাম পাঠানো হয়েছে যেটাতে সবার সমান অধিকার।

এই যে গুরুত্বপুর্ণ সম্ভাষণ এব্যাপারে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আলকুরআনের সুরা নিসার ৯৪ আয়াতে বলা আছে, "যে তোমাকে সালাম জানায় তাকে বলো না; তুমি মুমিন নও"। কত সুন্দর উদাহরণ। উদারতা, মানবিকতার কি অনুপম দৃষ্টান্ত। পাক্কা মুসলমানকেই মুমিন ধরা হয়। মুমিন ও মুসলমানের মাঝেও কিছু ফারাক আছে। দেখা যায় যারা সালামের ধারক তাদের কত উপরে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। আমরা কখনোই বিষয়টিকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না। শুধুমাত্র এই একটি বাক্য থেকে আমাদের শিখবার অনেক আছে।

সভ্যতার সুযোগ্য সন্তানেরা স্বাগতম জানাবার বা পরিচিতি শুরুর নানান বাক্য ব্যবহার করেন যা আদৌ কোন ব্যতিক্রমী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না যেমন Good morning, Good evening যাই হোক তাও হলো "শুভ সকাল" "শুভ বিকাল" এটারও একটা আবেদন অবশ্যই আছে কিন্তু মানবিকতার মানদন্ডে স্রষ্টার কাছে প্রতিপক্ষের জন্য, শত্রুর জন্য, মিত্রের জন্য দোয়ার আর কোন বিকল্প হতেই পারে না। আরো শব্দাবলী যেমন "আদাব" "নমষ্কার" প্রতিটিই এই সমপর্যায়ভুক্ত।

সালামের এই সুন্দর সম্ভাষণের উপস্থাপনা শিশুদের শিশুকাল থেকে চর্চা করানো উচিত। শ্রেষ্ঠত্বে স্বীকৃতি স্বরুপ নিজের মাথাকে উঁচু রেখে সবার জন্য দোয়া করার এই প্রক্রিয়া মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। সালামের সীমাহীন ইতিবাচক উপাদান বর্তমান। সালাম পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, শত্রুতা কমিয়ে দেয়, সবার মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। একের প্রতি অন্যের মমতা বাড়ায়। আগে সালাম দেয়া একটা বড় গুণ যেটা অহমিকার বশে অনেকেই রপ্ত করতে পারেন না। তাই এই সালাম মানুষের অবাঞ্চিত অহমিকাকে হত্যা করতে পারে খুব সহজে।

সমাজের সহাবস্থানে মুল্যবোধ রক্ষায় এর ভুমিকা বিরাট। ছোট বড় উঁচু নিচু সবার মাঝে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন গড়ে দিতে পারে এই সম্ভাষণ বাক্যটি।

সুসংগ্রহ :

"আর যখন তোমাদের প্রীতি সম্ভাষনে সম্ভাসিত করা হয় তখন তার চেয়েও ভাল সম্ভাষন কর অথবা (ন্যুনকল্পে) তা ফিরিয়ে দাও (আর সেই ভাবে কেউ তোমাদের ভাল করলে প্রতিদানে তার চেয়ে বেশী উপকার কর অথবা অন্তত সমান সমান প্রতিদান দাও)। নিঃসন্দেহ আলাহ হচ্ছেন সব কিছুর হিসাব রক্ষক (কাজেই তোমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে প্রেম প্রীতির সম্পর্ক কায়েম রাখতে সচেতন থেকো)"। সূরা নিসার ৮৬ আয়াত)

nazmam@mail.com
www.batighor.com